যায়যায়দিন

29 MAR 2008

ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত কাজল মারা গেছে

যাযাদি রিপোর্ট

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুরুতর আহত কাজল মারা গেছে। বাংলা ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র কাজল দেবনাথকে গতকাল সকাল ১১টায় মগবাজার রাশমনো জেনারেল হসপিটালের কর্তব্যরত ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন। এ সময় তার আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন। হসপিটালের পরিবেশ ভারি হয়ে আসে। পরে নিহতের লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য ঢাকা মেডিকাল কলেজ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। পোস্টমর্টেম শেষে গতকালই লাশ তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ ক্যাম্পাস ও আশপাশে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছে কর্তৃপক্ষ।

শনিবার ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় বাংলা ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র কাজল দেবনাথকে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ছাত্রদলের একটি গ্রুপের নেতাকর্মীরা পুলিশের উপস্থিতিতে মারধর করে। মারধরের এক পর্যায়ে ছাত্রদল কর্মীরা লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। আহত কাজলকে প্রথমে ট্রিটমেন্টের জন্য ঢাকা মেডিকাল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আইসিইউ না থাকায় মগবাজারের রাশমনো জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত ডাক্তাররা তখন তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলে জানান। রবিবার সকালে রাশমনো হসপিটাল থেকে তাকে ক্লিনিকালি ডেড ঘোষণা করা হয়।

২০০৩-০৪ সেশনে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির বাংলা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয় কাজল দেবনাথ (২৩)। সে বরিশাল জেলার হিজলা থানার বাউশিয়া গ্রামের জীবন বীমা কর্পরেশন কর্মকর্তা বাবুলাল দেবনাথ ও লক্ষ্মীরানী দেবনাথের তিন সন্তানের মধ্যে সবার ছোট।

এদিকে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর আবুল কালাম আজাদকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটি রিপোর্ট পেশ করার সময়সীমা গতকাল শেষ হয়ে গেলেও তদন্তের কোনো কাজই শুরু করেনি। আশঙ্কা করা হচ্ছে, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির আগের সব তদন্ত কমিটির মতো এ কমিটিও হয়তো কার্যকর কোনো রিপোর্ট দিতে পারবে না।

এ ঘটনায় কাজলের মামা সঞ্জয় দেবনাথ বাদী হয়ে রবিবার কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন। মামলাটি গতকাল পুলিশ ৩০২ ধারায় মার্ডার কেস হিসেবে রুজু করেছে। ঘটনার দিন পুলিশ লাঠিসহ গ্রেফতার হওয়া নাজমুল হাসান শাওনকে কোর্টে চালান করেছে। তবে পুলিশ এখনো মামলায় উল্লিখিত আসামিদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে থানার সেকেন্ড অফিসার এবং এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তদন্তের খাতিরে আসামিদের নাম বলা যাবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নতুন কোনো আসামিকে গ্রেফতার করা যায়নি। মামলাটি ৩০২ ধারায় মার্ডার কেস হিসেবে রুজু করা হয়েছে। উল্লিখিত আসামিদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সকাল ১১টায় ইউনিভার্সিটির প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান কাজল দেবনাথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাশমনো হসপিটালে যান। এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, একটি ছাত্র সংগঠনের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ছেলেটি গুরুতর আহত হয়ে মারা গেছে। গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।